অপারেশন ডেভিল হান্টে মেহেরপুরে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগর থানা কর্তৃক পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ চলমান রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় এই অভিযানের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনমৃত শামসুদ্দীন মল্লিকের ছেলে ০৩ নং বাগওয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কুতুব উদ্দিন (৫৭), মানিকনগরের মোঃ মোস্তাকিমের ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম (৪০), মোঃ হায়দার আলীর ছেলে মোঃ মাহাবুব ইসলাম (২৫), তারানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আলী ঘরামীর ছেলে মোঃ শওকত ঘরামী (৬৫), মোঃ ইব্রাহীম ঘরামী (৬০), মোঃ শাহ জামাল (৫৮) ও মোঃ দুলু ঘরামী (৭০)।

মুজিবনগর থানা থেকে জানানো হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া, জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মুজিবনগরে স্কাউটিং এর স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পাঁচ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবে স্কাউটিং এর উপজেলা স্কাউটিং সমাবেশের উদ্বোধন হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন করেন উপজেলা স্কাউট সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বাংলাদেশ স্কাউট মেহেরপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান এর

সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও স্কাউট সভাপতি পলাশ মন্ডল বলেন, স্কাউটিংয়ের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। স্কাউটিংয়ের সদস্যদের বড় গুণ হলো তারা যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় হাতে কলমে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

মানবতা ও সেবার ব্রত নিয়ে স্কাউটরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অসহায় মানুষের আর্তনাদ লাঘব করতে হাত বাড়িয়ে ছুটে চলছে। তারুণ্যের উৎসব উপজেলা স্কাউট সমাবেশে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেরদের নিয়োজিত করবেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশ স্কাউট এর পোগ্রাম চীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স প্রমুখ।

উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ও তারুণ্যের উৎসবে উপজেলার ১২ টি বিদ্যালয়ের ৯৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

মুজিবনগরে উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অপারেশন ডেভিল হান্টে উপজেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজমকে (বিজন) (৪৪) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ ।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে সঙ্গীয় এসআই কামরুজ্জান জিয়া, এসআই আশরাফুল ইসলাম, এসআই নাজমুল ইসলাম, এএসআই মনজুরুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজিবনগর থানা এলাকায় ডেভিল হান্ট বিশেষ অভিযান ও

গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল পরিচালনাকালে মুজিবনগর থানার মামলা নং- ০১,তারিখ-০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪; ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০ এর তদন্তে প্রাপ্ত উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজম (বিজন) (৪৪) এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা ভুক্ত ১৭/২৪ এর ০৩ মাসের সাজা প্রাপ্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ওরফে দোয়াত আলীকে(৪৭) নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, অপারেশনে ডেভিল হান্টের আওতায় উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাজা প্রাপ্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি আরো বলেন মুজিবনগর থানা এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের বিশেষ অভিযান ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে ট্রাফিক পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগরে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ও ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ মন্ডল মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পুরন্দরপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার সহ ভারী যানবাহন আটক করা হয়।

এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৭টি গাড়িকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৫ (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আকরাম হোসেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব, সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রতিযোগিতার ইউনিয়ন পর্যায়ের বাছাইপর্ব ৫-৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি ইভেন্টে একজন করে ২৪ জন প্রতিযোগী উপজেলা পর্যায়ে অংশ নেয়। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের সেরা ৯৬ জন প্রতিযোগী ২৪টি ইভেন্টে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন।

মুজিবনগরে জেলা যুবদলে প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর হামলার আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

বুধাবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ,সহ পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিষয়ক সম্পাদক বজলুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য এরশাদ আলী, আধার আলী বাবু,পারভেজ আলী,জেলা নবীন দলের সাধারন সম্পাদক আনার হোসেন প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশের আগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর নেতৃত্বে কেদারগন্জ হাট প্রাঙ্গণ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

উল্যেখ্য,গত ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর কেদারগন্জ বাজারে তার নিজ গোল্ডেন লাইন কাউন্টারে একটি হামলা হয়। পরদিন সকালে আসাদুল হক বাদী হয়ে ১৭ জনের নামেসহ ১৫/২০ জনকে অজ্ঞাতননামা আসামী করে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ হামলার সকল সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মঙ্গলবার রাতে মামলার ৫ নম্বর আসামী ছোট খোকনকে আটক করে আদালতে

সোপর্দ করে।

মুজিবনগরে মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:। প্রতিবছর ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে সংস্থাটি।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ২০২৫ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে, ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয়ে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫ সালে ৬ষ্ঠ শেণী থেকে এসএসসি পরিক্ষার্থী পর্যন্ত ৫০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে সংস্থাটি।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এবং মুজিবনগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক এর সঞ্চালনায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমবায় কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্ব)এর জেলা ব্যবস্থাপক সুজয় কুমার বসু,গোপালনগর কো -অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপক আসলাম

হোসেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক বৃন্দ ও গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দু’দিনে ১৩টি বন্ধ, প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গত দুদিনে ১৩টি ইটভাটা বন্ধ ও প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার চাঁদপুর, ফতেপুর ও রামদাসপুরে ৩টি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানো ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ইটভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটা গুলো হচ্ছে চাঁদপুরের কেএণ্ডকে ব্রিকসের ২ লাখ টাকা, ফতেপুরের এইচবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা, রামদাসপুরের ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৪ ও ৬ ধারা লংঘন করা ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ইটভাটাগুলো বন্ধ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়।

অপরদিকে, গতকাল মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলার মহাহনপুর গ্রামে স্টার ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা, এসআরবি ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা এবং কোমরপুর গ্রামের আরএসবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা জরিমানা ও ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার

বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উপজেলা নির্বীহী অফিসার মহোদয়রা এসকল অভিযান পরিচালনা করছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রসিকিউশন করছি। তিনি আরও জানান, গত বছরের হিসেব মতে মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি পরিবেশ ছাড়পত্র রয়েছে।